পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধ ট্রাম্পের, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইল ভারত

পাকিস্তানকে সবরকম সামরিক সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ১৫ বছর ধরে আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে ৩ হাজার ৩০০ কোটি ডলার সাহায্য নিয়েছে। বদলে দিয়েছে শুধুই মিথ্যা। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর পক্ষে প্রধান বাধা নিঃসন্দেহে বহির্দেশ থেকে ক্রমাগত অস্ত্র আমদানী। সব মিলিয়ে প্রায় ১১৫ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি আর্থিক সাহায্য বন্ধ করল হোয়াইট হাউস। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৭ কোটি হাজার টাকারও বেশি। তবে এই সিদ্ধান্তে মত প্রকাশ করেছে পাকিস্তানও। তারা বলেছে, পাকিস্তানের আত্মত্যাগ ভুলে গিয়েছে আমেরিকা। তবে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের কারণ পরিষ্কার। বহুদিন ধরেই মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমেরিকার হঠাৎ করেই এই ঘোষণায় আঞ্চলিক এই ক্ষেত্রে পাকিস্থান যে কিছুটা হলেও কোণঠাসা হলো তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এর সঙ্গে আমেরিকা পাকিস্তানকে 'ধর্মীয় স্বাধীনতার মারাত্মক লঙ্ঘনকারী' দেশের তালিকাতেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। এই উপমহাদেশে যা এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যেহেতু ভারত পাকিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, তাই এই প্রভাবের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকটিকে নিয়ে ভাবছে ভারত সরকারও। পূর্বেও জঙ্গিদমন নিয়ে পাকিস্তানকে খোলাখুলি হুঁশিয়ার দিয়েছিল পাকিস্তান। এবার তাতে স্ট্যাম্প দিলেন ট্রাম্প। ভবিষ্যতে ট্রাম্পের আরও একাধিক সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে থাকবে ভারত, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আর যাইহোক তালিবানি জঙ্গিদের অন্যতম শত্রু বলে মনে করেন ট্রাম্প। তাদের নিকেষ করতে আমেরিকা যে আরও কঠিনতর কোনও সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে নিতে পারে এমনটাই বিশ্বের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ধারণা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্তবংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দবনে একাকী বাস করেন--তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন--বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান--শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর—তার পর যা হয় বোলো!

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি করে ভাল হবে!—আপনি কি দেখ্ছো সক্ত ব্যামো?

হরিবল্লভ --আজ্ঞা, ডাক্তারেরা বল্তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —মেয়েরা পায়ের ধূলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনি (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি।

হরিবল্লভ-- আপনি সাধু! আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ— সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ হলে হোতো। আমি কি! আপনি আবার আসবেন।

হরি—আজ্ঞা আমাদের টানেই আস্‌বো—আপনি বলছেন কেন।

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন--প্রণাম করিতেছেন। পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

দিনপঞ্জিকা

২২ পৌষ, ভাঃ ১৭ পৌষ, **৭ জানুয়ারী**, ২২ পুহ, সংবৎ ৬ মাঘ বদি, ১৯ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩। **রবিবার**, ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৪৭ মিঃ। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৯ মিঃ। সৌভাগ্যযোগ দিবা ঘ ২।১৪ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ১০।২১ গতে বনিজকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৪৭ গতে বৃষ্টিকরণ, **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ৭।৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ১।৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। **মৃতে**— একপাদদোষ, দিবা ঘ ৭।৯ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৯।৪৭ গতে চতুষ্পাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ১০।২৪ গতে ১।৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।২৪ গতে ও ৩।৪ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, দিবা ঘ ৭।৯ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। রাত্রি ঘ ৬।১১ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।৪৭ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৭।৯ গতে বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন। **বিবিধ**— ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৫ গতে ও ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্য ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**-- দিবা ঘ ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২২ পৌষ, ভাঃ ১৭ পৌষ, **৭ জানুয়ারী**, ২২ পুহ, ১৯ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।৩। রবিবার, ষষ্ঠী রাঃ ঘঃ ৯।৪৭।
২২ পৌষ ওফাত আবু নজম মোঃ নজমুস সায়াদাত সিদ্দীকি (রঃ)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

এন ডি এ-র আমলে দলিত নির্যাতনের ঘটনা ইস্যু হবে ২০১৯ সালের নির্বাচনে

কমল ভট্টাচার্য

VEMULA
RAHE

এন ডি এ সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বারবার যেভাবে দলিত নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে তার প্রভাব পড়বে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। রোহিত ভেমুলা কান্ডের পর বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের কোরেগাঁওয়ে দলিতদের ওপর উচ্চবর্ণ প্রভাবিত সংগঠনের অবাঞ্ছিত দাপটে সারা দেশের কয়েক কোটি দলিত আলোড়িত। এই ঘটনায় মোদী সরকার অবশ্যই চিন্তিত। ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দলিত সদস্যরাও। এমন ঘটনায় দলিতদের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে দলিত নির্যাতনকে কংগ্রেস, বাম ও অন্যান্য দল ইস্যু করবে। ১৮১৮ সালের ১ জানুয়ারি ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনারা মহারাষ্ট্রের শিরুর থেকে পুনে লঙ মার্চ করেছিল পেশোয়া বাজিরাও-২ এর সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলায়। সেই সময়ে কোরেগাঁও-র যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করেছিল। ব্রিটিশ সেনাদের অধিকাংশই ছিল মাহার সম্প্রদায়ের দলিত। সেই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর বিজয় উৎসব পালন করেন দলিতরা। এবারও তাই এটা দলিতদের গর্ব। মহারাষ্ট্রের কেরোগাঁওতে গত মঙ্গলবার দলিতদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে গেল স্বাধীন ভারতে তা একটা বড় ধাক্কা। দলিতরা সারা দেশেই জোট বাঁধছেন, অধিকার রক্ষা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে। বিহারে ত্রিবেণী সংঘের ধাঁচে মহারাষ্ট্রের দলিতরা। বিহারে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ ওই নামেই একজোট হয়েছিলেন উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও অন্যান্যদের নিপীড়ন ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্রের কোরেগাঁওতে দলিত বিক্ষোভ পেশোয়াদের বিরুদ্ধে। দলিতদের দমনে ২০০ বছর আগে ইংরেজ শাসকরা হিমসিম খেয়েছিল। কিন্তু তারা অস্ত্রের জোরে সফল হয়েছিল। সে সময়ে দলিতরা ছিল মূলত কৃষিজীবী শ্রমিক। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল প্রতিবাদে মুখর হয়ে। আজ ২০০ বছর বাদেও সেই ঘটনার কথা মহারাষ্ট্রের দলিতরা বিস্মৃত হননি।

মঙ্গলবার সেই ঘটনাকে স্মরণ করেন, মাহার সম্প্রদায়ের দলিতরা ১২ ঘন্টা লড়াই চালিয়েছিলেন, ২০০ বছর আগে বিট্রিশরা সফল হলেও তাঁদের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ধাক্কা খেয়েছিল পেশোয়ার বাহিনী। ২০০ বছর পরেও দলিতরা সেই একই দৃঢ়তায়, সোমবার ওই অঞ্চলে ১০ লাখ দলিত হাজির হয়েছিলেন। কোরেগাঁওকে সামনে রেখে, পুলিশি বক্তব্য, গেরুয়া পতাকা হাতে বেশ কয়েকজন ওখানে উপস্থিত হলেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। দলিতদের মধ্যে মাহার সম্প্রদায় বরাবরই অত্যন্ত লড়াকু। ২০০ বছর আগে পেশোয়ার বাহিনীর প্রত্যাঘাতে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সশস্ত্র বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পরে তারা ওই মাহার সম্প্রদায়কে কাজে লাগায়। বর্তমানে দলিতরা এদেরই পূর্বপুরুষ। বিহারে ১৯৩০ সালে ত্রিবেণী সংঘ তৈরি করেছিল যাদব-কোয়েরি- কুর্মি সম্প্রদায়। তাঁদের আন্দোলনে সে সময়ে বিহারে সামাজিক রাজনৈতিক চিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান বিহারে বিজেপি এই মাহার সম্প্রদায়ের সমর্থনে শক্তিশালী। জিগশে মেভানি এবং প্রকাশ আম্বেদকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের যে দলিত সমাবেশ হয়েছে তা হাল্কা করে দেখলে ভুল হবে। দেশ জুড়ে দলিত রাজনীতির এটি এক নতুন সূচনা। তারা বলছে, এই লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, লড়াই দেশের সংবিধান রক্ষায়, লড়াই দেশ রক্ষায়।

মহারাষ্ট্রের পুণেতে দলিত-বিক্ষোভের আঁচ এবার মুম্বাইতেও পড়ে। গত সোমবার পুণেতে এক জনের মৃত্যুর পর বিভোক্ষ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাসে ভাঙচুর হয়। বিক্ষোভকারীরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। চেম্বুরে পুলিশের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করেন। তাঁরা ইঁটপাটকেলও ছোঁড়েন। হাদপসার, ফুরসুঙ্গিতে বাসে ভাঙচুর চালানো হয়। আহমেদনগর ও ঔরঙ্গাবাদে বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোরেগাঁও-তে হিংসার ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। তিনি বলেছেন, হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ওই তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন। তিনি গুজবে কান না দেওয়ার এবং শান্তি বজায় রাখার আর্জিও জানিয়েছেন। কোরেগাঁও-তে অশান্তির জেরে এক জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ভিমা-কোরেগাঁও যুদ্ধের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দলিত সংগঠনের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১৮১৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছিল পেশোয়ার বাহিনী। ব্রিটিশ বাহিনীর অংশ ছিল দলিত মাহার সম্প্রদায়ের লোকজন। ওই সময় সমাজে অস্পৃশ্য ছিলেন মাহাররা। সেজন্য এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়ের উদ্‌যাপন করার উদ্যোগ নেন দলিত নেতারা। যদিও পুনের কয়েকটি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী ব্রিটিশ বাহিনীর জয়ের উদ্‌যাপনের বিরোধিতা করে। গতকাল যখন শিরুর তেহশিলের ভিমা-কোরেগাঁয়ে দলিত গোষ্ঠী যুদ্ধের স্মারকের দিকে যাচ্ছিল তখন স্থানীয় একদল লোকের সঙ্গে তাদের বচসা বেঁধে যায়। এরপরই পাথর ছোঁড়া হয়। এভাবেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় কয়েকটি গাড়িতে। নিকটবর্তী একটি বাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ভিমা কোরেগাঁও-এ মোতায়েন এক পুলিশকর্মী এ কথা জানিয়েছেন। ঘটনায় একজনের মৃত্যুও হয়। তবে মৃতের পরিচয় বা কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, হিংসার ঘটনার পর কিছুক্ষণের জন্য পুনে ও আহমেদনগর হাইওয়েতে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় আরও পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের রির্জাভ বাহিনী। উস্কানিমূলক মেসেজের আদানপ্রদান রুখতে কিছুক্ষণের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্কও বন্ধ করা হয়। ভীমা কোরেগাঁও-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮১৮-র ১ জানুয়ারি। ওই যুদ্ধে জয়কে সেই সময়ের উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দলিতদের জয় বলেই মনে করেন সম্প্রদায়ের নেতা ও চিন্তাবিদদের একাংশ। ওই যুদ্ধ স্মরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুজরাতের সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক জিগশে মেভানি, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা উমর খালিদ, প্রয়াত রিসার্চ স্কলার রোহিত ভেমুলার মা রাধিকা, ভীম আর্মির সভাপতি বিনয়রতন সিংহ সহ বি আর আম্বেদকরের নাতি প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ আম্বেদকরও উপস্থিত ছিলেন। হিংসা রুখতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। একইসঙ্গে শান্তি বজায় রাখারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তিনি প্রশ্ন করেছেন, ভীমা কোরেগাঁও যুদ্ধের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসন কেন প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল না। প্রশাসনের এই ত্রুটিতেই সংশয় ও গুজব ছড়ায়। এর ফলেই হিংসার ঘটনা ঘটে। তাঁর সন্দেহ, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে সমাজবিরোধী শক্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে দলিতদের সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্র সরকার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজধর্ম পালন না করলে ভবিষ্যতে বিপাকে পড়বে।

■বায়োকেমিস্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর■

আশিসবরণ সামন্ত

বহুমুখী প্রতিভার আধার ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় অনেকেরই হয়তো এখনও অজানা। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসকও। আবার এই চিকিৎসক হিসাবেও তাঁকে আমরা বিভিন্ন রূপে দেখতে পাই। কখনো তিনি কবিরাজি শাস্ত্রের অনুরাগী কখনো বা প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে সাদরে বরণ করেছেন। আবার কখনও তিনি হোমিওপ্যাথ, কখনও বা বায়োকেমিস্ট।

জীবনের শেষ দশ বছর রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বায়োকেমিকের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। হোমিও চিকিৎসা যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক তবুও দর্শন শাস্ত্র ও লক্ষণ সমষ্টির ওপর নির্ভরশীল বায়োকেমিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। কবি বলতেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে গেল ওষুধগুলো ঠিকমতো মনে রেখে রোগ লক্ষণ এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে চিকিৎসা করা সহজসাধ্য নয়। ঠিকমতো না মিললে ওষুধের কাজ হয় না। তাই তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে মাত্র বারোটি ওষুধ নিয়েই চিকিৎসা করতেন। এতে আর একটি সুবিধা, শরীরের তো কোনো ক্ষতি করেই না, উপরোক্ত উপকার হয়।

১৯৩০ সালের পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতিকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতার সেন্ট্রাল-এভিনিউস্থিত জার্মানির মেডুস কোম্পানির ওষুধ ব্যবহার করতেন। এখনো কিছু ওষুধ বিচিত্রভবনে নমুনা স্বরূপ রাখা আছে। তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বায়োকেমিক ওষুধ কোলকাতা থেকে আনতেন। কবি যে সকল চিকিৎসকের লেখা বই বেশি পছন্দ করতেন তার মধ্যে বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক জার্মানির ওলডেনবার্গ নিবাসী ডাঃ মেডি মুসলার, ডাঃ ক্যারী, ডাঃ বারিক, ডাঃ ডিউক, ডাঃ চ্যাপম্যান উল্লেখযোগ্য। তবে, ম্যাঙ্গালোরের ফাদার মুলারের 'টুয়েলভ টিসু রেমিডিস' বইটি খুব প্রিয় ছিল।

কবির সবচেয়ে প্রিয় ওষুধ ছিল ফেরামফস, ক্যালিফস, নেট্রামফস, নেট্রামমিউর, ক্যালি মিউর, ক্যালিসালফ ও নেট্রামসালফ।

কবি নিজের জন্য বেশি ব্যবহার করতেন ক্যালিফস। শেষ জীবনে তিনি যেভাবে নিত্যনূতন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার উৎস কিন্তু ক্যালিফস। রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করে যশস্বী হওয়া সত্বেও বায়োকেমিক চিকিৎসার নানান গুনে বিমোহিত হয়ে বহু অন্বেষণ ও অর্থব্যয় করে নানা দেশের বায়োকেমিক চিকিৎসা পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা পাঠ করে সুচিকিৎসক হয়েছিলেন। তাঁর নানা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও উপন্যাসে তাই তো বায়োকেমিক ওষুধের আধিক্য দেখা যায়। কবির কিছু ব্যবস্থাপত্র ও চিঠিপত্রের নমুনা তুলে ধরলে তাঁর বায়োকেমিক চিকিৎসার প্রতি অনুরাগের দিকটি সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে।

একসময় কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি অনিল চন্দ্রের টাইফয়েড হয়। তিনি তখন কোলকাতায়, অনিলবাবুর স্ত্রী রানী চন্দ কবিকে কোলকাতা থেকে লিখে জানান। কবিও উত্তর দিলেন। তাঁর পত্রের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল।

কল্যাণীয়াসু,

এইমাত্র তোর চিঠি পেলুম, অনিলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। আমার বিশেষ অনুরোধ ওর টেম্পারেচার কমানোর জন্যে ওকে আধঘন্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ফেরামফস ও ক্যালিসালফ খাওয়াস। অন্য যে কোনো ওষুধই খায়ানো হোক তার সঙ্গে এটা দিলে দোষ হবে না। **ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫, রবীন্দ্রনাথ।**

বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে একসময় এলে কবি রমেশবাবুকে গান শোনাতে বলেন। রমেশবাবু গলায় ব্যথার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে কবি ওষুধ দিয়ে দু-ঘন্টা পরপর দুটি ওষুধ খেয়ে যেতে বলেন। সন্ধ্যার মধ্যে গলা ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং যদু ভট্টের 'আজু বহত পবন' গানটি শুনিয়েছিলেন। কবি রমেশবাবুর অনুরোধে ফেরামফস 6x এবং ক্যালিমিউর 6x লিখে দিয়েছিলেন। যে ওষুধ দুটি পরবর্তীকালে রমেশবাবু তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সেবন করতে দিতেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু কৈশোরে একসময় তাঁর মা সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে গেছেন। অনুষ্ঠানের মঞ্চের কাছাকাছি সরোজিনীকে একা যেতে দেখে কবি তাঁর কন্যার কথা জিজ্ঞেস করেন। তখন তার জ্বরের কথা বললে কবি মঞ্চের কাছ থেকে ফিরে যেতে যেতে বলেন- "আগে তোমার মেয়ের অসুখ, তারপর অনুষ্ঠান। ওদের ছোট্টমুখে হাসি না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।" কবি বাসায় এসে পদ্মজাকে দেখেন এবং দুঘন্টা পরপর দুটি ওষুধ তাকে খেতে দিলেন। একদিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়। পরে অবশ্য কবিকে অনুরোধ করলে তিনি ফেরামফস 6x এবং ক্যালিফস 6x ওষুধ দুটি লিখে দিয়েছিলেন।

একসময় বোলপুরের পিয়ারসন পল্লিতে ব্যাপক হারে হুপিং কাশি ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কবির 'আমার ডাক্তার' সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরীর কাছ থেকে রোগের বিশদ বিবরণ জেনে কবি নেট্রামমিউর 6x দেবার ব্যবস্থা করেন। রোগীরা সত্বর আরোগ্য লাভ করেছিলেন। কবি বলেছিলেন বোলপুর থেকে সমুদ্র অনেক দূর। সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ নেট্রামমিউর-এর অভাবজনিত কারনে হুপিং কাশি হয়। তাই নেট্রামমিউর এর অভার পূরণ করতেই রোগ সেরে গেল। তিনি সুশীলবাবুকে আরও বলেছিলেন, নেট্রামমিউর নির্বাচনের পর সাইলিসিয়া দিলে আরও ভালো ফল হয়।

ডাঃ গিরিধারী লালা অর্থাৎ লালাবাবুর প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হতো। কবির কাছে যেতে কবি ক্যালিফস খেতে দিলেন। তাতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

রথীনবাবুর পালিতাকন্যা শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর প্রায়ই পেটের যন্ত্রণা হতো। কবি ম্যাগফস সেবন করতে দিতেন। শুধু তাই নয়, কবির নির্দেশ ছিল নন্দিনী দেবী মাঝে মাঝে যেন ম্যাগফস সেবন করেন। অনিলবাবুকে একসময় পত্রে জানান "অনিল রানির চোখে তোমার চেয়ে খারাপ অঞ্জলি হয়েছিল। বাঁ চোখটা বন্ধ। মুখের বাঁদিকে অত্যন্ত তীব্র ব্যথ্যা। দু-একদিনে সারবে বলে কোনো ডাক্তার আশা দেননি। আমি ক্রমে তাকে ক্যালসালফ 6x পাঁচ ছ'ডোজ দিয়েছিলাম। আজ সে সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমার চোখে এখনো যদি রোগের শেষ না হয়ে থাকে তবে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।"

চিকিৎসক হিসাবেও তিনি যেরকম জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একসময় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার জন্য সুশীলবাবু যতবার অনুরোধ করেছেন ততবারই তিনি 'ম্যাগফস' বলেছেন। চিকিৎসক হয়েও সুশীলবাবুর এর অর্থ বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল। অনুষ্ঠানে কবি যোগ দেবেন না বলে বারবার আক্ষেপ করেছেন সুশীলবাবু। তার জন্যই কবি 'ম্যাগফস' বলেছেন। অর্থাৎ আক্ষেপ নিবারণের ভালো ওষুধই হোলো 'ম্যাগফস'।

কবির লিখিত এইরকম বহু ব্যবস্থাপত্র ও চিঠিপত্র আছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কবি একজন সু-চিকিৎসকছিলেন। শুধু তাই নয়, বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা।

সম্পাদক সমীপেষু

অহংকার ভক্তি পথের কাঁটা

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অমৃতবাণী ও বিভিন্ন উপদেশাবলী যিনি একবার হৃদঙ্গম করেছেন তিনিই কেবল অনুভব করতে পেরেছেন সেই মহামূল্য অমৃতবাণীর অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং উপদেশ সম্পর্কিত শিক্ষা। তাই শ্রী রামকৃষ্ণ কথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পসম্ভার' এর অন্তরভুক্ত একটি শিক্ষানীয় গল্প নিবেদন করা হল। এক সময় নারদের মনে অহংকার হয়েছিল যে তাঁর মত আর ভক্ত নেই। স্বয়ং নারায়ণ নারদের মনের ভাব (অহংকার) বুঝতে পেরে ভগবান নারদকে বললেন, নারদ অমুক জাইগায় যাও তো, সেখানে আমার এক বড় ভক্ত থাকে । তার সাথে আলাপ পরিচয় করে এসো। তার মত ভক্ত সত্যিই দুর্লভ। নারদ নারায়ণের কথা মত সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, একটি চাষি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার সময় একবার হরিণাম করে লাঙল নিয়ে মাঠে চলে গেল। তারপর সমস্ত দিন সংসারের কাজে কর্মে মেতে রইল এবং রাত শুতে যাবার সময় আরও

একবার সে হরিণাম করল। নারদ মনে মনে ভাবলেন, ভালোরে ভালো! ঠাকুর (নারায়ণ) একে ভক্ত বললেন কি জন্য। ভক্তের লক্ষণ তো এর মধ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে নারদ মনের কথা খুলে বললেন। ঠাকুর তা শুনে একটু হাসলেন আর একবাটি তেল হাতে দিয়ে বললেন, নারদ এই তেলের বাটিটা হাতে করে তুমি গোলক ভ্রমন করে এসো, কিন্তু সাবধান যেন একবিন্দু তেল না পড়ে। ঠাকুরের কথা মত তেল পূর্ণ বাটিটা হতে করে নারদ গোলক ভ্রমন করে এলেন। নারায়ণ নারদ কে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা নারদ গোলক ভ্রমন করতে করতে তুমি আমাকে ক'বার স্মরণ করেছিলে। নারদ বললেন, ঠাকুর আপনাকে একবারও স্মরণ করতে পারি না। স্মরণ করব কি, আপনি যে বাটিটার কানায় কানায় তেল দিয়েছিলেন, একটু চলতে গেলেই পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে আমার তেলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। তাই আপনাকে আর স্মরণ করতে পারি নাই। তখন ঠাকুর শ্রী নারায়ণ বললেন, একবাটি তেলের ভয়ে তোমার মত ভক্ত আমায় ডাকতে ভুলে গেলে, আর সেই চাষি আমার কতবড় ভক্ত বলো দেখি। প্রকান্ড সংসারের ভার তার মাথায় নিয়ে দিনের মধ্যে তবু দুইবার সে আমাকে স্মরণ করে। এই গল্পের মধ্যে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, অহংকার ভক্তি পথের কাঁটা।

সোমনাথ কুন্ডু
তারাচাঁদ পল্লে লেন
হাওড়া-১

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

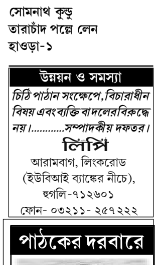

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়